এ-বৎসরের সেরা

চন্দ্রলোক

ভাদু সঙ্গীত-

চন্দ্রলোক যেতে গেলে —
যায় যে রকেট করে --
চন্দ্রলোকের গান শুনতে—
আসবে চক্ বাজারে—
নূতন নূতন গানের সেরা
ভাদু গানে ঠাসা।
দামের দিকে কম করেছি-
মাত্র [illegible]টী পয়সা ॥
ক্যাপসুল ছাড়া রকেট যেমন
যায় না চাঁদের দেশ
ঝুমুর সহ ভাদুর বইতে
দিলাম খানিক বেশ ॥

—:•:—

প্রণেতা—বলাই মাষ্টার (বাঁকুড়া) ধীবরপাড়া

প্রকাশক—গোপাল লাহা চক্ বাজার সন ১৩৭৬ সাল।

বাঁকুড়া [illegible] রোড, শ্রীহরি-প্রেস হইতে—মুদ্রিত।

বন্দনা

ওমা নারায়ণী
নমঃ মাতা নম বাগবাদিনী ॥
তুমি আদি, তুমি সিদ্ধি গো
তুমি জগৎ পালিনী।
তুমি ভক্তি, তুমি শক্তি
তুমি মুক্তি দায়িনী
তুমি বিদ্যা তুমি সারদা গো
তুমি কৃপা দায়িনী
প্রণমামি সদা আমি গো
এসো মা বীণাপাণি ॥

::- —::

(১)

ফুলতোলা

বলি ও গঙ্গাজল
তাই পূজার ফুল তুলে আনিগো সে ॥
যুঁই করবী, কনক চাঁপা গো
যত আছে ফুলসকল
সাজি নিয়ে ভর্তি করব
যদি খুঁজে পাইগো লাল কমল ।
কমল বিনা চরণ কমল গো
সাজবে কেমনেতে বল
স্তরে স্তরে দিব ভরে—
রাঙ্গা যত শতদল ॥

—:০:—

ডি, এম, এস
পোদ্দার পাড়া বাঁকুড়া।

(২)

ভাদুর বিয়ে

ভাদুর বিয়ে হবে
সন্ধে বেলা আসবি গো তোরা সবে ॥
এ্যারেঞ্জমেন্ট, যত আবদার গো
কর্তা মোদের পুরাবে।
আসানসোলের বাজনা এসে
(দেখিস) লাইন দিয়ে বাজবে ॥
ডেকোরেশন্ দেখবি প্যাসান গো
বাতি যখন জ্বলিবে।
মাইক সানাই কত রোশনাই
দেখে লো চোখ জুড়াবে ॥

(৩)

ভাদুর বাসর

ভাদুর বাসর ঘরে
ও শতদল আসবি লো সকল সেজে।
খাবি দাবি গান শুনিবি লো
বসবি গো মজা করে।
গানশুনিবি মজা পাবি
(সবে) শুনবি লো কলগানে ॥
"কিশোর থেকে যৌবন" গানে গো
গানে কত রসকরে
আবার মরবি দুঃখে বাজবে বুক
(শুন) "বিষ্ণু গোলাপ্টাদে
রসের কথা কইবি ফুটোলো
যেন শুনে জামাই চমকে ॥
জোনাকীতে পেঁচালীতে
দেখিবি লো চাঁদ হাসে ॥

—:০:—

হানিমুন

(৪) কথা রেখো মনে।
বোলেক্স দেওয়া কাপড় দও ভাল এনে ॥
লেকমি পাউডার বড় দরকারে গো
গন্ধে কেমন প্রাণ টানে
মেন্ট সাবানের গন্ধ বিনে
হাসি ফুটাই কেমনে ॥
ভাদ্রমনে জামাই সনে গো
পাঠাব হাসি মুখে
যাক্‌না টাকা সবই ফাঁকা
মজা করুক যৌবনে ॥
দিল্লী থাকবে পড়ে গো
কাশ্মীর কি ডেরাডুনে।
কলিকাতায় কি ছাই বোম্বাই
জায়গা নাই গো চাঁদ বিনে ॥
চাঁদের দেশে কলম্বাস গো
গিয়েছিল তিনজনে।
তারা যন্ত্রবেগে জায়গা দেখে
নাম নিল মাটী এনে ॥
বরের বাপের চাপে পড়ে গো
করলাম খরচ চারজনে
আরও খরচ বিনে হানিমুনে
পাঠান যায় কি বল কনে ॥

চাঁদের দেশে

(৫) বাঁধ কাপড় কষে ॥
যদি যাবিলো চাঁদের দেশে ॥
রকেট চড়ে যাবি উড়ে লো
বসে ঐ কল্পাসে।
(আবার) ঈগল মুখে নামবি সুখে
থাকবি বিনা বাতাসে।
সেথা পাথর কাটা মাটী ছিটা লো
পড়ে গো উল্কা এসে ॥
পোষাক বিনা চন্দ্র কোণায়
মরবিলো এক নিঃশ্বাসে ॥

দোকানদারী

আহা মরি মরি

প্রেমের নামে করোনা দোকান দারি।

আড়াই টাকায় করলে খরচ

মিছে কেন চাতুরী

বামুন মেয়ে কর্‌লে বিয়ে

করোনা আর পোদ্দারী ॥

প্রেম করিলে মন মজালে হে

জাতি নাহি বিচারী।

পড়লে তুষে আগুন জ্বলবে দ্বিগুণ

নিভাবে না প্রেমবারি ॥

একাল সেকাল সেই কালো কাল

সব কালেই মারকুটী।

প্রেমে কানা হয় যে জানা

কুলীন করে কুলচুরি।

বকের পরে বাপের মান গো

দুঃখ দেখে বিচারী

মেয়ের তরে সবাই মরে—

থাকবে কেন আইবুড়ি ?

কে কয় কথা কৃষ্ণ কথায় গো

করে গোপীদের বসন চুরি

যদি পুতনা নারি কংস অরি

সে যে গোবর্দ্ধন ধারি।

জাতের নামে ভরুক বদনামে
ভয়টা-কারে করি
নেইক লিখা গায়ে আঁকা
বামনাই কি পোদ্দারী।
চাইনা মালা ছাঁদন তলা গো
আছেত রেজষ্টারী
আসবে সবে বৌভাত হবে
খাওয়াব রকমারি ॥

—:•:—

(৭)

ঘেরাও

যাও পালাও পালাও
কথা নয় কাজেতে করব "ঘেরাও" ॥
সুবোধ দাদা নয়গো অবোধ গো
বিনা অস্ত্রে শান লাগাও
চাইনা লাঠি, চাইনা বটী
"ঘেরাও" দিয়ে দাবী দাও ॥
বড় সাহেব, মেজ সাহেব কে
মন্ত্রী মালিক যাকে পাও
একনাগাড়ে ঘেরাও করে
পাটী নিয়ে কাজ বাগাও ॥
গিন্নি করুক কর্ত্তায় ঘেরাও রে
আনন্দে বেতন টাকা দাও
বৌ যে বলে কোথায় ছিলে গো
বাজার যাব ব্যাগটা দাও ॥
গয়লা বলে মাসের পয়লা
বাবু মশায় দাম মেটাও
কয়লাওয়ালা নয় যে একলা
বাড়ী ভাঁড়া তাও ঘেরাও ॥

নাইক মামলা কোন ঝামেলা গো

দাবী ; দাও নয় হয় ঘেরাও

এখনি মন্ত্র ঘেরাও যন্ত্র

হলে আর নাই বাঁচাও

—:০:—

(৮)

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত—

এবার ডুবল ঘটী—

বড় লোকের ভাঙবেগো চাটী চুটি ॥

ব্যাঙ্কে লকে যত্ন করে-লো—

রেখেছিলাম টাকাটী—

এবার যত লকার-ভাঙ্গাবে সরকার-

নিবে বুঝি সব লুটি ॥

রাষ্ট্র নিল ব্যাঙ্ক চৌদ্দটী লো

বাধা দিন এক জুটী—

বাপের বেটী— ইন্দিরাদি—

রাখল না গো কথাটী ॥

রাত্রি আটটা দিল খবর গো

শুনে সবে কোটী কোটী—

রবিবারে-আই, বি, ঘুরে—

নিলরে চাবি কাটী ॥

কামরাজ, যমরাজ, চ্যবন পবন গো

দেশাই দাদার খাটাটী—

কানু দাদা, জগাই কাকা—

করে দিল সব মাটী ॥

প্রধান মন্ত্রী যন্ত্রী বটে গো

বাজায় কেমন বাজনাটি—

হবে ফাঁকা কালো টাকা

মরবে ধনী হৃদকাটি ॥

::——::

পরিকল্পনা—

হ'ল সব কল্পনা ॥
মিছে মিছি কেন করে জল্পনা,॥
পরিনামে যত কল্পনা
পঞ্চজনে তায় দেনা
নেনা দেনা যতই করনা—
উপর ওয়ালা দেবেনা ॥
গ্রীষ্মকালে ঘাম ছুটে না যে—
শীতেতে—লেপ লাগেনা
আবার—বর্ষা বুঝি ফিঁগ ফর্সা—
বৃথা পরিকল্পনা ॥
মধ্যসত্ত্ব উপযত্ত্ব—গো—
নিয়েও পেট্টা ভরে না
এবার যত জমি নেয় বেনামী—
সনামীতে ও ফলবে না ॥
চালের দামে লাগছে আগুন গো
দ্বিগুন দামেও পাবেনা ।
এবার ভিয়াত্তোরে পাবে উত্তর—
দেখ মন্বন্তর—হয় কি না ॥
"কনো" জন্ম হয়—নিয়ন্ত্রন গো
চল্‌ছে পরিকল্পনা
(এদিক) করনারী, কানিসার বিনা
মরণটা যে করে না ॥

জগৎ জুড়ে—এক নাগাড়ে—গো
যত কর কল্পনা
দেবার-মালিক দেয়ত খালিক
মিটবে নয়ত মিটবে না ॥

—:•:—

চাঁন্দা মামা

১০ সুর স্বরূপ—

(আর) এজমালীতে-মামা বলা-চলবেনা ॥
ও চাঁদে বলো না ॥
চাঁদের জারি জুরি-দিল ভাঙি যে—
ঐ মার্কিন উগল ছোলা ॥
দেবের সনে সম্পর্ক জানে তাই সবাই—
বাবা যাঁকে "বাবা বলে ছেলেও বলে তাই-
দেখ 'গৌরি-সুতা-মায়ের-"মাতা" গো—
ছেলের-"দিদি' বলে না ॥ ১
(তেমনি) সবের মামা চাঁন্দা মামা ছিল একজন
তিন পুরুষে-মামা বলে ডাকতি একটানা'
গেল কলম্বাসে- মামার দেশে-যে—
দেখে, মামা নয়; পাথর খানা ॥ ২
চাঁদের দেশে গেছেন দাদা
কলম্বাস আর লুনা
কলম্বাসই ফিরে এল, লুনা এলো না
ও তাই লুনা যখন যেই থাকুনা যে
অন্যের গবেষণা ॥ ৩
চন্দ্র লয়ে জমা বসে দৈবক পাঁজ ফেঁড়ে
কাছারীতে আছে দেখ বসে পুঁথি পেড়ে
এবার মত লয় করল জয়ে
ঐ আমেরিকার কিনজনা ॥ ৪
মামার বাড়ী যাবে এবার যত মর্ত্তলোক
চাঁদা মামা বক্ষ দুকে করছে বেজায় শোক
তার কাছ নিল মাটি করল মাটিরে
এবার করবেরে আনাগোনা ॥ ৫
তোমার আগের সনে মামা কত প্রেমিক।
প্রেমিক সনে তত্ত্ব প্রেমের সাক্ষী হও এখন।

এবার বিয়ের পরে হানিমুনটি গো
মামা পৃথিবীতে করবে না ॥ ৬
বলাই মাষ্টার বলে মামা টিপটা দিতে গিছে
দেখব কেমন ছেলের তালে আসবে দিতে সাঁখে
ও মামা টিপে, টিপে তুমি পড়বে টিপা গো
মামা মর্ত্ত বাসীকে চিন না ॥

—:o:—

(১১)

শূন্য বলদ

—সুর ঝুমুর—

দেখে শুনে দাদা আমার
ভাল লাগে না ॥
আমার সাধের বলদ পালিয়ে গেছে
পেলাম নাত ঠিকানা ॥
গোজের পাগা তেমনি আমার
গোজেই রয়েছে;
পাগলেটা যে আনা গোনা
নিত্য করিছে
আমার বিশ বছরের সাধের বলদরে
ও ভাই খেল কত বড় দানা ॥ ১
কেউ বা বলে বলদ আমার
এখনি কি গেল
অন্ধ দাদার লাগল দেখে
আর মরা হল.
কেও বা বলে কান্না দেখেরে
(ও ভাই) কোনটা শুন বল না ॥ ২
দাদা এই যে বাঁকুড়া
তেরটা গোজে বাঁধা ছিল তেরটা এড়া।
তারা খেয়ে তাড়া পাগা ছেঁড়ারে
তবু গলা দড়ি খুলে না তো
এঁড়ের খোঁজে দাদা আমি কলিকাতা যাই
হাম্বা হাম্বা ধ্বনী কোথাও শুনিতে না পাই
অলিতে গলিতে খালি নাউ মাউ শুনি
(ও দাদা) কেঁদে মরি বিড়াল ছানা ॥ ৩

বলদ বিক্রান যে হোক রাজা
ক্ষতি কি তাতে—
ভগবানের দয়ায় যেন পাই দুটো খেতে
"মাষ্টার বল ই বলে দিন যাবে চলে
গোছে এঁড়ে যাক্ না ॥ ৫

ভাল ফ্যাসেন

(১২) সুর খুশির

একালের ফ্যাসান দেখে
গা জ্বলে ॥
বল ভাই উচিৎ কথা কে বলে ?
এই ছোঁয়াচ রোগে সবাই ভুগেছে
কেবা ই বলতে গেলে কান মলে ॥
দেখ ঐ বাঙ্গালীর ছেলে
ধুতি ছেড়ে প্যান্ট পরে
ফ্যাসান দেখালে ।
পায়ে চপ্পল চোখে বেলটি আঁটিয়ে
টাকে কোমরটি বেঁধে চলে ॥ ১
দাড়ি রাখা ফ্যাসান বেরোল
কলমা ছাঁটে ছেঁটে দাড়ি
(তায়) শ্যাম্পু মাখিল ।
পায়জামা তার তোবালে বান্ধেরে
যেন আলখাল্লার কাটি ছেলে ॥ ২
দেখে যত আইবুড়ো মেয়ে
শাড়ী ছেড়ে মিনি পরে
জুতা হিল তুলে ।
ও তারা বগল কাটা ব্লাউজ বানাইয়ে
আবার বডিস দেখায় পিঠ খুলে ॥ ৩
গিন্নি বউড়ী বৌ শাশুড়ী
এক চালেই চলে
গোঁছের উপর সায়া তাতে
লেস বসালে ।
মুখে পাউডার ঘষে মুচকী হেঁসে
বার, বাজারে ঘোমটা খুলে ॥ ৪

৫।১৩

মেয়ে পুরুষ বাজার ঘুরে যায় এক জুটে
(বায়না বোঝা) ভাই, স্বামী, না নিবিড় প্রীতি
কোন্ দশা বটে ?
হাঁটে ঠোকা ঠুকি ঠ্যাং ঠেকিয়ে
দেখে বুড়ো বুড়ির গা জ্বলে ।
নাট্যকার বলাই বলে, হরি, তুমি কেন আলাগে
ভাল হত ফ্যাশান তুলে ন্যাংটা রাখিলে
হরি, পুরুষে কর দিগম্বর হে
আর নারীকে কালী করালে। ৬

আসুন আসুন আসুন

আধুনিক যুগের মনোহারী দ্রব্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠান।

গোপাল ষ্টোর

চক বাজার বাঁকুড়া

বিঃ দ্রঃ পূজায় সেটিং গহনার বিশেষ আয়োজন

আপনাদের চির পরিচিত

নিমাইয়ের চানাচুর

বলাইয়ের দই বড়া

নূতন ধরনের খাবার খেতে হলে এখানে আসুন

(রামপুর বাঁকুড়া)

সবার সেরা

উৎসবে আনন্দে ও নিত্য প্রয়োজনে খেয়ে এবং খাইয়ে আনন্দ পেতে হলে

চাই— জিতেনের স্পেশ্যাল চপ

কেরানী বাজার বাঁকুড়া।

এক টাকায় লক্ষ টাকার মালিক হইতে চান তাহা হইলে আসুন।

রাফ,ল করনারে

সকল প্রকার ষ্টেট লটারীর অনুমোদিত টিকিট ১ টাকায় বিনিময়ে একটি টিকিট খরিদ করুন ! কে, ডি, পাল, চকবাজার বাঁকুড়া।